ধ্বনির সংজ্ঞা ও বিভাগ বিশ্লেষণ

ধ্বনিকার ধ্বন্যালোকগ্রন্থে ধ্বনির সংজ্ঞা নির্দেশ ক'রে বললেন—যেখানে অর্থ বা শব্দ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ করে প্রতীয়মান অর্থকে ব্যঞ্জিত করে সেখানে সেই ব্যঙ্গ্যার্থরূপ কাব্য বিশেষই পন্ডিতগণ কর্তৃক ধ্বনি নামে আখ্যাত হয়—

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙ্ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ ॥ ১।১৩*

কারিকাটির অন্বয়মুখী অনুবাদ ঃ যত্র অর্থঃ শব্দঃ বা (যেখানে অর্থ বা শব্দ) উপসর্জনীকৃত স্বার্থৌ (নিজেদের স্বার্থ বা প্রাধান্য পরিত্যাগ করে) তম্ অর্থম্ (সেই কাঙ্ক্ষিত অর্থকে) ব্যঙ্ক্তঃ (ব্যঞ্জিত করে) সঃ ধ্বনিঃ (তাহা ধ্বনি) ইতি কথিতঃ (নামে কথিত হয়)।

ধ্বনির মূলতঃ দুটি ভাগ—(১) অবিবক্ষিত বাচ্য (২) বিবক্ষিতান্যপর বাচ্য।

অবিবক্ষিত বাচ্য—যেখানে বাক্যের বাচ্যার্থ মোটেই বক্তার বিবক্ষিত অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বা অভিপ্রেত নয় সেখানে অ-বিবক্ষিত বাচ্য ধ্বনি হয়।

অবিবক্ষিত বাচ্য ধ্বনির আবার দুটি ভেদ—(১) অর্থান্তরে সংক্রামিত (২) অত্যন্ত তিরস্কার।

অর্থান্তরে সংক্রামিত—যেখানে দেখা যায় বাচ্যার্থ নিজ অর্থ না বুঝিয়ে অর্থান্তর অর্থাৎ অন্য অর্থ বোঝায় সেখানে তাকে অর্থান্তরে সংক্রামিত বলা হয়। উদাহরণ—তুমি যখন জানতে চাইছ, তখন বলি তুমি এখানেই থাক। এই বাক্যের 'বলি' কথাটি 'উপদেশ দিই' অর্থ বোঝাচ্ছে। 'বলি' নিজ বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করে অন্য অর্থে অর্থাৎ অর্থান্তরে সংক্রামিত হয়েছে। অলঙ্কার শাস্ত্রনিষ্ণাত পরম পন্ডিত শ্যামাপদ চক্রবর্তী তাঁর বিখ্যাত অলঙ্কার চন্দ্রিকায় অর্থান্তর সংক্রামিত বাচ্য ধ্বনির যে উদাহরণটি তুলেছেন তা এই—

"দুর্যোধন। নাহি জানে
জাগিয়াছে দুর্যোধন মূঢ় ভাগ্যহীন
ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের দুর্দিন।"

এখানে দুর্যোধন প্রজাদের উদ্দেশ্যে বলছে। এই প্রজারা পান্ডবানুরাগী; বনগমনোন্মুখ পান্ডবদের দেখবার জন্য তারা সজল নয়নে পথে পথে অপেক্ষারত। এ দৃশ্য দুর্যোধনের অসহনীয়।

এখানে প্রযুক্ত 'দুর্যোধন' কথাটির বাচ্যার্থ ধৃতরাষ্ট্র পুত্র হলেও প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত, হিংস, ক্রূরকর্মা, কুটিলপ্রকৃতি ইত্যাদি প্রতীয়মান অর্থ।

কবি-প্রযুক্ত 'দুর্যোধন' শব্দের এই প্রতীয়মান অর্থটি অর্থান্তরে সংক্রামিত ধ্বনি। এই 'দুর্যোধন শব্দের বাচ্য অর্থটি কবির একমাত্র অভিপ্রেত অর্থ নয়। তাই ধ্বনি এখানে অবিবক্ষিত।

Scanned with CamScanner